আল্লাহ্‌র নাম সমূহের রহস্য

আল্লামা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-ক্বাদরী

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর মুবারক নামসমূহের গুণাবলী ও উপকারিতা

মুফতীয়ে আজম হজরতুল আল্লামা শাহছুফী
মাওলানা গাজী আকবর আলী রেজভী
মোমেন শাহী সুন্নী আলক্বাদেরী
সাং- সতরশীর, ডাকঘর- রেজভীয়া এতিমখানা
জেলা- নেত্রকোনা।

প্রকাশনায় ঃ শাহ্ মোঃ অলিউল্লাহ্ রেজভী
অনুপ্রেরণায় ঃ মোঃ মোস্তফা রেজভী

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ - শাওয়াল -১৪২৩ হিঃ
জানুয়ারী- ২০০৩ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ পি, পি, কম্পিউটার
বাদুরতলা, কুমিল্লা।

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণে ঃ পুথিপত্র কম্পিউটার এন্ড অফসেট প্রেস
বাদুরতলা, কুমিল্লা।

প্রকাশকের বাণী

সমস্ত প্রশংসার মালিক মহান রাব্বুল আলামীনের শাহী অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমার পরম পূজনীয় মুর্শিদ বর হক, মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত মুফতি এ আজম হজরাতুল আল্লামা শাহসুফী মাওলানা গাজী আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল কাদেরী বাবাকে বিনয়ের সাথে আবদার ও অনুরোধ করেছিলাম আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মুবারক নাম সমুহের গুণাবলী ও উপকারিতা পুস্তক আকারে রচিত করার জন্য। মহান করুণাময়ের অশেষ মেহেরবাণীতে রাজী হইয়াছেন। আমার উদ্দেশ্য, যাতে করে সরল প্রাণ ঈমানদার মুসলমান আল্লাহর নামের ইছমে আজমের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। আমার আশা পূরণ হয়েছে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমাকে বইটি লিখে দিয়েছেন। এই কারণে নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ক্রমবর্ধমান কারণে তাড়াহুড়ার ভিত্তিতে বইটি প্রকাশ করা হল। ভাষার ভুলত্রুটি থাকলে পাঠকমণ্ডলী ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি যেন ইহকাল ও পরকালে মুর্শিদ বরহক ছায়াতলে থাকতে পারি। এই দোয়া সবার কাছে।

নিবেদক

মোঃ অলি উল্লাহ্ রেজভী

আল্লাহ তায়ালার সুন্দরতম নাম সমূহের বিবরণ

হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন– নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের ৯৯ (নিরানব্বই) খানা সুন্দর ও পবিত্র নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি এই সকল নামসমূহ কণ্ঠস্থ করিবে ও পাঠাভ্যাস করিবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ পাকের সুন্দরতম ও পবিত্র গুণবাচক নামসমূহের দ্বারা তাহাকে ডাকা বা ইবাদত করার জন্যে আল্লাহপাক নিজেই আদেশ করিয়াছেন–

ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها-

অর্থঃ এবং আল্লাহর জন্যে রহিয়াছে সর্বোত্তম নামসমূহ, তোমরা সেই নামসমূহ দ্বারা তাহাকে ডাক- ইবাদত কর।

তাই প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি, মান-ইজ্জত, রোগ-ব্যধি এবং পরবর্তীকালের নাজাতের জন্যে আল্লাহপাকের এই পবিত্র নামসমূহ লইয়া ইবাদত জিকির (স্মরণ) করা একান্ত কর্তব্য। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ইরশাদ করিয়াছেন– افضل الذكر ذكر الله-

অর্থঃ যাবতীয় জিকির হইতে আল্লাহর জিকিরই (আসমাউল হুসনাসহ) সর্বোত্তম জিকির।

ভূমিকা ঃ

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লে আলা-রাসুলিহিল কারীম। আল্লাহপাক জাল্লা জালালুহুর অশেষ শোকরিয়া জ্ঞাপন এবং তদীয় মাহবুব সরকারে কায়েমাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালামের হাদিয়া নিবেদন করতঃ মুমিন-মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিনীত আরজ এই যে, অত্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'আসমাউল হুসনা' অর্থাৎ, "আল্লাহ তায়ালার সর্বোত্তম মুবারক নামসমূহের গুণাবলী ও উপকারিতা" এ শিরোনামে রচনা করিলাম।

হুজুর সরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার-৯৯ (নিরানব্বই) খানা পবিত্র ও উত্তম নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি এ নামসমূহ কণ্ঠস্থ করিবে এবং পাঠাভ্যাস করিবে সে বেহেশতে দাখিল হইবে।

এ হাদিস শরীফের মর্মানুযায়ী আল্লাহপাকের জাতি নাম 'আল্লাহ' ব্যতীত তাঁহার ৯৯ খানা পবিত্র ও সর্বোত্তম সিফাতী বা গুণবাচক নাম রহিয়াছে। বর্ণিত হাদিসের মর্মে দুইটি বিষয় জানা যায়। প্রথম আল্লাহ পাকের ৯৯টি গুণবাচক মুবারক নাম। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি এই সকল মুবারক নাম দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিবে,

স্মরণ রাখিবে ও ইবাদত করিবে, সে নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসী হইবে– জান্নাত তাঁহার জন্য অবধারিত।

আল্লাহ জাল্লাশানুহু স্বয়ং কোরআনে কারীমে ইরশাদ করিয়াছেন–ওয়ালিল্লাহিল্ আস্মাউল্ হুস্না ফাদ্উ-বিহ অর্থাৎ, "এবং আল্লাহর জন্যে রহিয়াছে সর্বোত্তম নামসমূহ অতএব, তোমরা সে নামসমূহের দ্বারা তাকে ডাক– ইবাদত কর।"

প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে উন্নতি, সুখ-শান্তি, মান-সম্মান এবং পরকালীন মুক্তির জন্যে আল্লাহ্ পাক জাল্লা জালালুহুর আসমাউল হুস্না তথা পবিত্র ও সর্বোত্তম নামসমূহ দ্বারা তাহাকে আহ্বান করা, স্মরণ রাখা ইবাদতকারীর একান্ত কর্তব্য। হাদিস শরীফে ইরশাদ হইয়াছে– "আফজালুজ জিক্রে জিক্রুল্লাহ্।" অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ জিকিরই আল্লাহর জিকির।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলিতে গেলে "আসমাউল্ হুসনার" গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

যুগে যুগে আওলিয়ায়ে কেরাম বুজুর্গানে দ্বীন নিজেরা যেমন আসমাউল হুসনা এবং অন্যান্য মসনুন দোয়া আমল করিয়া আসিতেছেন তেমনি তাদের মুরীদান ও ভক্তবৃন্দকে অনুরূপ আমলের প্রতি নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। অতএব, আমি আমার মুরিদান, ভক্তবৃন্দ ও আশেকানদিগের প্রতি অনুরোধ ও তাগিদ করিতেছি যে, তাহারা যেন আল্লাহ্ওয়ালা বুজুর্গানে কেরামের এ রীতি আদর্শের অনুসরণ করিতে কোন প্রকার ত্রুটি না করেন।

পরিশেষে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, আল্লাহপাক যেন সকলকে সহজ সরল পথে অটল অনড় থাকার এবং নেক আমল করার তওফীক দান করেন। এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ এ পুস্তিকা খানা প্রণয়নে যিনি বিশেষ প্রেরণা জোগাইয়াছেন তিনি আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মুরীদ জনাব শাহ মোঃ ওয়ালি উল্লাহ্ রেজভী (কুমিল্লা নিবাসী) ডাইরেক্টর, হোমল্যান্ড, ইনসুরেন্স কোম্পানী।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সহযোগিতাকারী আমার জামাতা মাওঃ আবদুল মোস্তফা নূরুল ইসলাম রেজভী সুন্নী আলক্বাদেরী। আল্লাহ্ পাক সকলকেই জ্বাযায়ে খায়ের আত্মা দান করুন– আমীন।

তারিখ ঃ
১০ই রমজানুল মুবরাক
১৪২৩ হিজরী।

আরজ গোজার
মাওলানা রেজভী
সুন্নী আল্কাদেরী
রেজভীয় দরবার, সতরশীর
জেলা– নেত্রকোনা।

আল্লাহপাক জাল্লা শানুহুর আসমাউল হুসনা বা পবিত্র ও উত্তম নামসমূহের কতিপয় উপকারিতা ঃ

১। يا هو **ইয়াহু**– এই নাম আল্লাহ পাকের জাতি নাম বা সত্তাগত আসল নাম। 'তানভীরে আসমা' নামক গ্রন্থের প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, মহা জ্ঞানীগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই নাম 'ইছমে আজম'– আল্লাহ পাকের খাছ নাম। আল্লাহ পাকের ছিফাতী নাম সমূহের প্রথম। যদি কেহ ২৯ বার هُوَ (হু) পাঠ করিবে তবে তার জন্যে দোজখের অগ্নি হারাম হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি পরকালের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিবে, সে ব্যক্তি আল্লাহু জিকির করিবে তবে হাশরের দিনের ভয়াবহতা হইতে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবে।

'তানভীরে আসমা' কিতাবে আরও লিপিবদ্ধ আছে যে, হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন– যদি কোন ব্যক্তি বৃহস্পতিবারে রোজা রাখে এবং চিনামাটির পাত্রে لا اله الا الله **(লা-ইলাহা আল্লাহ)** লিখিয়া বৃষ্টির পানি, কুপের পানি দ্বারা ধৌত করতঃ ঐ পানি দিয়া ইফতার করে তবে 'মরযে নিছিয়ান' বা ভুল প্রবণতা বা ভুলিয়া যাওয়ার ব্যধি হইতে নিরাময় লাভ করিবে। অর্থাৎ, যাহার স্মরণ শক্তি খুবই কম এবং কেবলই ভুলিয়া যায় সে এই আমল করিলে আর ভুলিবেনা।

তাহার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং যাহা পড়িবে মনে থাকিবে। আর ঐ পানি যদি যাদুগ্রস্থ লোককে পান করাইবে তবে যাদুর আছর সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি উহা লিখিয়া নিজের সঙ্গে রাখে তবে সর্ব প্রকার বিপদাপদ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। দুষমনের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবে এবং দুশমনের উপর জয়ী হইবে। ভাল-মন্দ সকলের দৃষ্টিতে ভাল থাকিবে।

'তানভীরে আসমা' কিতাবে আরও লিপিবদ্ধ আছে– যে ব্যক্তি এক বৈঠকে (বসা অবস্থায়) ১২ হাজার বার 'ইয়া আল্লাহু' অথবা 'ইয়াহু' পড়িবে, তবে জিন-মানব, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ তাহার বাধ্য হইয়া যাইবে। সকলেই তাহাকে ভালবাসিবে এবং তাহার অন্তরচক্ষু খুলিয়া যাইবে।

২। يا الله **(ইয়া আল্লাহু)** – এই নাম ইসমে জাত– আল্লাহপাকের জাতি নাম। অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের সত্তাগত নাম। সমস্ত নামের সমষ্টি। যদি কোন ব্যক্তি দৈনিক ১০০০ (এক হাজার) বার يا الله **(ইয়া আল্লাহু)** পাঠ করিবে তাহার দোয়া কবুল হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে কেহ প্রত্যেক নামাজের পর ১০০ (একশত) বার পড়িবে, তাহার বাতিন খুলিয়া যাইবে। অর্থাৎ, তাঁহার অন্তরচক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহার নিকট গোপন কিছুই থাকিনো। যে কেহ ৩ (তিন) হাজার একশত পঁচিশ বার উক্ত নাম লিখিয়া আটার দ্বারা গুলি বানাইয়া নদীতে ফেলিবে আল্লাহর ফজলে ২০ দিনের মধ্যে তাহার যে কোন

মনোবাসনা পূরণ হইবে। এমন কি, দুনিয়ার বাদশাহী চাহিলেও কবুল হইবে। তবে শর্ত হইল যে, মিথ্যা বলিতে পারিবে না, কোন প্রকার গোনাহের কাজ করিতে পারিবে না। প্রত্যেক ৪০০ (চারশত) বার দরূদ শরীফ পড়িতে হইবে। আল্লাহর ফজলে যাহা চাহিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে। কোনও সন্দেহ নাই– ইহা পরীক্ষিত।

৩। **يا رحمن (ইয়া রাহমানু)** – হে অসীম দয়াবান!

যে ব্যক্তি দিন দুনিয়ায় অলসতার কারণে নিজের জানের (আত্মার) উপর বিপদাপদ ডাকিয়া আনিয়াছে তাহার জন্যে অবশ্য করণীয় যে,পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর ১০০ (একশত) বার এই নামের ওয়াজিফা পড়িবে। 'তানভীর' গ্রন্থে আছে যে,তাহার দীল অন্ধকার হইতে আলোকিত হইবে এবং অলসতা হইতে পবিত্র থাকিবে। যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়ায় মনযোগী নহে, তাহাদিগকে পাঁচ ওয়াক্ত পানিতে ফুঁক দিয়া পান করাইবে। 'দালায়েল' কিতাবে আছে যে, যে ব্যক্তি ২৯৮ (দুইশত আটানব্বই) বার উক্ত ছিফাতী নামের ওয়াজিফা করিবে ফজরের নামাজের পর তাহা হইলে আল্লাহ্ পাক তাহার উপর রহমত বর্ষণ করিবেন।

মৃগী রোগীর কানে এই নাম এক শ্বাসে ৪০ (চল্লিশ) বার পড়িয়া ফুঁক দিলে তৎক্ষণাৎ সেই রোগীর হুঁশ ফিরিয়া আসিবে।

৪। **يا رحيم (ইয়া রাহীমু)** – হে পরম করুণাময়।

ইমাম আলী রেজা রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই নাম ২৫৮ (দুইশত আটান্ন) বার প্রত্যেহ পাঠ করিবে তাহার সর্ব কাজেই বরকত (মঙ্গল) হইবে। মৃত্যুর সময় ঈমানের সহিত মৃত্যু নসীব হইবে। ছাকরাতুল মউত, কবর ও পুলছেরাত অতি সহজেই অতিক্রম করিবে। **(يا الله يا رحمن - يا رحيم)** **(ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহীম)** প্রতিদিন এই তিনটি নামের ওয়াজিফা ৫০০ (পাঁচশত) বার পাঠ করিলে ইনশা আল্লাহু তায়ালা ধনী হইবে। আল্লাহর সৃষ্টি তাহার প্রতি দয়াবান হইবে।

৫। **يا ملك - يا مليك - يا مالك (ইয়া মালিকু ইয়া মালিকু ইয়া মালিকু)** – হে বাদশাহ্র বাদশাহ্। এ গুণবাচক নামগুলির মর্মার্থ একই।

ইমাম আলী রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ৮ (আট) হাজার ১০০ (একশত) বার এ নামগুলি পাঠ করিয়া নেক মকছুদ পূরণের জন্যে যে দোয়া করিবে, আল্লাহ পাক তাহা কবুল করিবেন। যদি দৈনিক ৯০ (নব্বই) বার পড়িবে তবে দীল আয়নার মত পরিষ্কার হইবে।

৬। **يا قدوس - (ইয়া কুদ্দুছ)** – হে মহা পবিত্র সত্ত্বা!

যদি কেহ এই মুবারক নাম দ্বি-প্রহরের পর ১৭০ (একশত সত্তর) বার পাঠ করিবে, তাহার দীল গুনাহ হইতে পবিত্র এবং নূরানী (আলোকিত) হইবে।

৭। **يا سلام ياسلام** **(ইয়া সালামু ইয়া সালামু)** – হে শান্তিময়! হে শান্তিদাতা! হে শান্তিদাতা!

যে ব্যক্তি ফজরের পর 'ইয়া সালামু, ইয়া সালামু, ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিবে তাহার স্মৃতি-শক্তি খুবই বৃদ্ধি পাইবে।

৮। **يا سلام ياالله** **(ইয়া সালামু ইয়া আল্লাহু)** – রোগ নিরাময়ের জন্য এই নামের ওয়াজিফা খুবই ফলপ্রসু এবং পরীক্ষিত। কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শিয়রের পার্শ্বে বসিয়া এইরূপভাবে তসবিহ্ হাতে নিয়া পড়িবে যেন তসবিহ্-দানা রোগী মাথা স্পর্শ করে। যখন এই নামের তসবিহ পাঠ শেষ হইবে তখন তসবিহটি রোগীর বালিশের নীচে রাখিয়া দিবে। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন এই নিয়মেই তসবিহ পাঠ করিবে। তাহা হইলে অতি শীঘ্রই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে ইন্‌শা আল্লাহ।

৯। **يامؤمن** **(ইয়া মুমিনু)** – হে শান্তি নিরাপত্তা বিধানকারী!

ইমাম হাস্তম রাহমাতুল্লাহ্ আলাই বলিয়াছেন– যে কোন ব্যক্তি এই নামের ওয়াজিফা দৈনিক ১৩৬ (একশত ছয়ত্রিশ) বার পাঠ করিবে, তাহার অন্তরে ঈমানের ঢেউ জাগিয়া উঠিবে। শায়খ মাগরেবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এই মুবারক নাম ১০০০ (এক হাজার) বার পড়িবে তাহা হইলে আল্লাহ পাক তাহাকে নানাবিধ রোগ-পীড়া হইতে মুক্ত ও নিরাপদ রাখিবেন।

১০। **يامهيمن** **(ইয়া মুহাইমিনু)** – হে পরম নেগাহবান!

এই নাম মুবারকের মধ্যে বিরাট ভয়-ভীতি রহিয়াছে। এবং বড় ইজ্জত সম্মান ও রহিয়াছে। দুশমনের অন্তরে বিরাট আতংকের সৃষ্টি হয়। এই নামের জিকির যাহারা করিবে তাহাদের শক্ত দীল মোমের মতন নরম হইয়া যাইবে। অনায়াসে মুশকিল আসান হইয়া যাইবে। শয়খে মাগরেবী আলাইহির্ রাহমাত বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি ৪০ দিন অথবা ৭০ দিন সকাল বেলায় গোছলের পর, কিংবা গোছলের সময় এবং গোছলের পর এবং এই আমল করা পর্যন্ত কাহারও সঙ্গে কথা বলিবে না। উত্তম পোশাক পরিধান করিয়া ১৮৪৯৬ বার এই নাম মুবরাক পড়িলে এতদূর তাছির করিবে যে, সে ব্যক্তি নিজেই অবাক হইয়া যাইবে।

১১। **ياعزيز يامعز** **(ইয়া আযীযু, ইয়া মায়যুযু)**– হে মহা ক্ষমতাবান! হে যথার্থ সম্মান দাতা!

এই দুই মুবরক নামের একই অর্থ, একই গুণ। এই দুই নামের সহিত অন্য কোন নাম মিলান যাইবে না। এই মুবারক নামদ্বয়ের ওয়াজিফা দ্বারা বিরাট উপকার

পাইবে এবং ইহার তাছির সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হইবে। এবং দৈনিক সকাল বেলা ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিবে।

১২। **ياجبار ياقهار** **(ইয়া জাব্বারু, ইয়া কাহ্হারু)**– হে মহা মহা পরাক্রমশালী! হে মহা শাস্তিদাতা!

আল্লাহ্ পাকের এ উভয় নাম অত্যন্ত জালালী ও মাক্হুরী– দুশমনের প্রতি অতি দ্রুত তাছিরকারী। কিন্তু, সাবধান! দুশমন যদি মুমিন হয় তবে মুমিনের জানের অনিষ্ট কামনা করিবে না। কেননা, কোন মুমিনকে কষ্ট দেওয়া জায়েজ নহে।

ياكبير ياكبر يامتكبر (ইয়া কাবীরু, ইয়া আকবারু, ইয়া মুতাকাব্বিরু)– হে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত! ইমাম আলী রেজা রাধিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিয়াছেন– যে স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় ২ (দুই) বার এই মুবারক নাম সমূহ পাঠ বরিবে আল্লাহর ফজলে নেক সন্তান লাভ করিবে। শায়খ আবদুল মজিতদ মাগরেবী (রাহঃ) বলিয়াছেন যে, এই জিকির সালহীন এবং আবেদীনগণের। এই নামের জিকিরে বড়ই উপকার হয়। এবং আম-খাছ সর্ব সাধারণের জন্যে বড়ই ইজ্জৎ সম্মান লাভ হয়। তাহাদের সামনে সবাই মাথা নত করিয়া রাখিবে। ফজরের নমাজের পর **(يا متكبر - ياكبير)** **(ইয়া মুতাকাব্বিরু)** ২৩৬ বার পড়িবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন ২৩২ বার **(ইয়া কাবীরু)** পড়িবে, তাহা হইলে বেলায়েত প্রাপ্ত হইবে এবং বুজুর্গী লাভ করিবে। আর দুশমনের দুশমনি হইতে নিরাপদ হইবে।

১৪। **ياخالق يابارى يامصور** **(ইয়া খালেকু, ইয়া বারীয়্যু, ইয়া মুছাব্বিরু)** – হে মহান সৃষ্টকর্তা! হজরত ইমাম আলী রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি যত প্রকারের মুছিবত বা বিপদাপদেই পড়ুক এই মুবারক নামসমুহ পাঠ করিলে সমস্তই দূরীভূত হইবে। শায়খে মাগরেবী রাহমাতুল্লাহ আলাই বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির সন্তানাদি হয় না অথবা অভাব-অনটনে জর্জরিত এই নামসমূহের ওয়াজিফা বেশি পরিমাণে করিতে থাকিলে আল্লাহর ফজলে অভাব-অনটন দূর হইবে; সন্তানাদি জন্মলাভ করিবে।

যে ব্যক্তি **(ياخالق)** **(ইয়া খালিকু)** – এই নাম পাঠ করিবে, আল্লাহপাক এক ফেরেশতা সৃষ্টি করিবেন এই ফেরেশতা তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত ইবাদত করিবে। এই মুবারক নাম পাঠকারীর চেহারা নূরানী হইবে।

যে কেহ প্রতি সপ্তাহে **يا بارى** **(ইয়া বারীয়্যু)**– এই মুবারক নাম ১০০ (একশত) বার পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার কবরকে বেহেশতের বাগান বানাইয়া রাখিবে। আর যদি কেহ নিঃসন্তান হয় তবে ৭ দিন রোজা রাখিবে এবং ইফতারের সময় **- يامصور** **(ইয়া মুছাব্বিরু)**– পড়িবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়া বিবিকে পান করাইবে, ইনশা আল্লাহ নেক সন্তান জন্ম হইবে।

১৫। - ياغفر ياغفار ياعفو (ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া আফু) – হে পরম মার্জনাকরী!
হজরত ইমাম জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন– যখন মানুষের অভাব-অনটন দেখা দেয় এবং পেরেশান অবস্থায় ও বিপদাপদে পতিত হয় অথবা কারও সন্তনাদি না থাকায় ও ধন-সম্পদের অভাবে সন্তানাদি ও ধন-সম্পদের কামনা করে তবে ঐ ব্যক্তির জন্যে করণীয় কর্তব্য হইতেছে যে, বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করিবে এই নিয়তে যে, আর কোনও সময় গোনাহ করিবে না। তাহা হইলে, উক্ত নাম মুবারকের ওয়াজিফা দ্বারা যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা পাইবে। আল্লাহপাক মঞ্জুর করিবেন। এবং সমস্ত বালা মুছিবত হইতে এবং জালেমের জুলুম হইতে নিরাপদ থাকিবে। আল্লাহ পাকের এই তিন সিফাতী নামের উপকার অতি শীঘ্র লাভ করা যায়। এই তিন নামের ওয়াজিফা এশার নামাজের পর ১০০ (একশত) বার পাঠ করিবে।

১৬। ياوهاب - (ইয়া ওয়াহ্‌হাবু)– হে মহা পুরস্কার দাতা!
যে কেহ অভাব-অনটনে পড়িবে এই মুবারক নামের ওয়াজিফা আমল করিবে; এবং লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে। ইহাতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন এত অধিক সম্পদ দান করিবেন যে, সে ব্যক্তি নিজেই অবাক হইয়া যাইবে। যদি চাশ্‌তের নামাযের পর সেজদায় পড়িয়া ৭ (সাত) বার এই মুবারক নাম 'ইয়া ওয়াহ্‌হাবু' পাঠ করিবে তবে আল্লাহপাক যাবতীয় বিপদাপদ হইতে মুক্ত রাখিবে। যদি কোন ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় তবে অর্ধ রাত্রির পরে উঠিয়া ওজু করতঃ তিনবার সেজদা করিবে এবং প্রতি সেজদায় ১০০ (একশত) বার 'ইয়া ওয়াহ্‌হাবু' পড়িবে। সেজদারত অবস্থায় হাতের তালু যেন উপরের দিকে থাকে দোওয়া করিবার ন্যায়। আল্লাহর ফজলে প্রথমেই মনোবাঞ্ছা পূরণ হইবে। এই আমল তিন রাত্রি যাবৎ করিলে কার্যসিদ্ধি হইবে ইন্‌শা আল্লাহ।

১৭। يارزاق - (ইয়া রায্‌যাকু)– হে মহান রিযিকদাতা। এই নাম মুবারক পাঠ কারী আল্লাহ পাকের গায়েবের খাযানা (ভান্ডার) হইতে রিযিক প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি সোবেহ্ সাদেকের পরে ফজরের নামাযের পূর্বে নিজ বাড়ীর ৪ কোণায় দাঁড়াইয়া ১০ বার ইয়া রায্‌যাকু পড়িবে ইন্‌শা আল্লাহ্ এই বাড়ীতে কখনো অভাব-অনটন থাকিবে না। এই আমলের নিয়ম এই যে, পশ্চিম মুখী হইয়া দাঁড়াইয়া এবং ডান হাতের দিক হইতে আরম্ভ করিবে; বাড়ীর এক কোণা হইতে দ্বিতীয় কোণা পর্যন্ত। এই নিয়মে ৪ কোণায় এই নাম মুবারক পাঠ করিবে।

১৮। يافتاح - (ইয়া ফাত্তাহু) – হে মহা প্রশস্তকারী!
এই নাম মুবারক প্রত্যেক বিপদের সময় পাঠ করিলে আল্লাহ পাক বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন এই নামের বরকতে। ফজরের নামাজের পর ২ হাত সিনার উপর

রাখিয়া ৭০ (সত্তর) বার 'ইয়া ফাত্তাহু' পাঠ করিলে দীলের আয়না হইতে ময়লা দূরীভূত হইবে। যাহারা পরীক্ষা দিতে যায়; ইয়া ফাত্তাহু' ৪১ (একচল্লিশ) বার পাঠ করিয়া পরীক্ষার হলে বসিলে কোন প্রকার ভয়-ভীতি থাকিবে না।

১৯। **يا عالم يا عليم - (ইয়া আলেমু, ইয়া আলীমু)** – হে মহা জ্ঞানী!

ইমাম হাম্মাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন– যদি কোন ব্যক্তি এই মুবারক নামকে অন্তঃকরনে সর্বদা জারী রাখে তবে আল্লাহ পাক স্বীয় এলমের খাযানা (ভান্ডার) হইতে তাহাকে এলম্ দান করিবেন।

এই মুবারক নামের বদৌলতে যুদ্ধে জয় লাভ হইবে। এই নাম বেশি বেশি জপ করিলে ব্যবসায় উন্নতি হইবে। রাত্রিকালে শয়ন করিবার পূর্বে ১০০ (একশত) বার এই নাম 'ইয়া আলেমু ইয়া আলীমু' পাঠ করিলে স্বপ্নদোষ বা দুঃস্বপ্ন হইতে নিরাপদ থাকিবে।

২০। **يا قابض (ইয়া ক্বাবিদ্বু)** – হে পরাভূতকারী!

দুশমনকে দমন করিবার ক্ষেত্রে এই নামের ওয়াজিফা অতিশয় ফলপ্রসু। দুশমন যদি প্রতাপশালী হয় এবং জান-মালের ক্ষতির আশংকা হয় তবে এই নাম মুবারক একাধিক্রমে ৩ রাত্রি পাঠ করিলে দুশমন আল্লাহর গজবে পতিত হইবে। এই নামের দ্বারাই ফেরেশতা জান কবজ করে। যদি কেহ নিয়মিত এই নাম আমল করিবে সর্ব প্রকার মুশকিল আসান হইবে। যে মেয়েলোকের হায়েজের রক্ত অধিক পরিমাণে যায়, এই নামের বরকতে আরোগ্য হইবে।

২১। **يا باسط - (ইয়া বাছিতু)** – হে মহা সংকোচক!

ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু লিখিয়াছেন– যদি কেহ ভোর বেলায় এই নাম দুই হাত বিছাইয়া 'ইয়া বাছীতু, ইয়া বাছীতু' পড়িবে এবং দুই হাত চেহেরায় মলিবে, তবে আল্লাহ পাক তাহার অভাব রাখিবেন না। তাহার রিযিকের দরজা প্রশস্থ করিয়া দিবেন। তাহার কোন প্রকার দুশ্চিন্তা-দূর্ভাবনা থাকিবে না। এই নাম মুবারক লিখিয়া দোকান-পাটে ঝুলাইয়া রাখিলে দোকানে প্রচুর বিক্রি-কিনি হইবে এবং বরকত লাভ করিবে।

২২। **يا خافض - (ইয়া খাফিদ্বু)**– হে নীচুকারী! হীনকারী!

এই নাম মুবারকে দুশমনের দুশমনি হইতে মুক্তি পাইবার গুণাগুণ রহিয়াছে। আল্লাহ্ পাকের ওলিগণ বলিয়াছেন– যদি কোন মানুষ পশুর স্বভাব ত্যাগ করিয়া এই মুবারক নাম বেশি পরিমাণে পাঠ করে তবে তাহার বাতেন পরিশুদ্ধ হইবে, এবং তাহার কাশফুল ইল্ম হাছেল হইবে; অর্থাৎ তাহার দীলে গুপ্ত-তত্ত্ব প্রকাশ হইবে। এই মুবারক নাম পাঠকারী যদি কোন সরকারী কর্মকর্তার নিকট পাইবে, তখন ঐ কর্মকর্তা তাহাকে ভয় যাইবে ও সম্মান প্রদর্শন করিবে।

২৩। **يا رافع - (ইয়া রাফেউ)**– হে মহা উন্নতকারী।

যে ব্যক্তি এই মুবারক নামের ওয়াজিফা পাঠেরসময় তিন দিবস রোজা রাখিয়া ৪র্থ দিন (ঐ দিন যদি চাঁদের ১৪ তারিখ হয় তবে খুবই উত্তম) ৭০ (সত্তর)

হাজার বার 'ইয়া রাফেউ' পাঠ করে; তাহা হইলে দুশমনের উপর আল্লাহর ফজলে জয়যুক্ত হইবে। আর ঐ ব্যক্তি মালদার বা সম্পদশালী হইবে এবং লোকের নিকট প্রিয় হইবে।

২৪। **يامذل - (ইয়া মুজিল্লু)** – হে প্রকৃত হীনকর্তা!

শায়খ জালাল উদ্দিন রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি লিখিয়াছেন– যদি দুশমন প্রতাপশালী হয় এবং যদি জানের উপর হুমকি থাকে তবে উত্তমরূপে ওজু করিয়া ২ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতঃ সেজদায় থাকিয়া ৭৭ (সাতাত্তর) বার এই নাম মুবারক পাঠ করিবে। তাহা হইলে আল্লাহর ফজলে নিরাপদ ও শান্তিতে থাকিবে; আর দুষমন অপদস্থ হইবে ও সর্ব অবস্থায় বিপদগ্রস্থ হইবে।

২৫। **ياسميع - (ইয়া ছামীউ)**– হে সর্বশ্রোতা!

ইমাম আলী রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিয়াছেন– এই নাম মুবারক পাঠকারী যখন দোয়া করে তখন আল্লাহপাক সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন। আল্লাহওয়ালা বুজুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন যে, এই মুবারক নাম পাঠকারী কুকর্ম ও গীবত হইতে দূরে থাকিবে এবং জবান বা মুখকে মিথ্যা ও কুবাক্য কথন, চক্ষুকে কুদৃশ্য দর্শন এবং কানকে কুবাক্য শ্রবণ হইতে পরহেজ করিবে।

২৬। **يابصير - (ইয়া বাছীরু)** – হে সর্বদর্শী!

এই মুবারক নাম যে পড়িবে এবং চক্ষু গোনাহের দৃষ্টি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে। এবং তাহার জাহের-বাতেন পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এই নাম মুবারকের বদওলতে আম্বিয়া আলাইহমুস্ সালামগণের মে'রাজ হইয়াছে এবং আওলিয়ায়ে কেরামগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। যদি কেহ শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজের সুন্নাত ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে এই নাম মুবারক 'ইয়া বাছীরু' পড়িবে তাহার নিকট গোপন তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া যাইবে।

ياحاكم ياحكم ياحكيم - (ইয়া হাকেমু, ইয়া হাকিমু, ইয়া হাকীমু) – হে মহান ন্যায় বিচারকর্তা!

আল্লাহ পাকের এই সিফাতী নামগুলির উপকারিতা ও গুণাগুণ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। যে কেহ এই মুবারক নামগুলির আমল করিবে যাবতীয় বিপদাপদ ও অভাব অনটন হইতে মুক্তি লাভ করিবে। মনের অস্থিরতা ও পেরেশানী দূর হইবে এবং তাহার উপর আল্লাহ পাকের সুদৃষ্টি থাকিবে। প্রত্যেক নামাজের পর ৪১ বার পাঠ করিলে সর্ব প্রকার মুসিবত হইতে নিরাপদ থাকিবে।

২৮। **ياعادل - (ইয়া আদেলু)** – হে মহান ন্যায় বিচারক!

যে কোন ঈমানদার ব্যক্তি কবর ও হাশরের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে; এই নাম মুবারক পাঠ করিলে আল্লাহর ফজলে সর্ব প্রকার ভয় ভীতি হইতে উদ্ধার বা নিস্কৃতি পাইবে।

২৯। **ياللطيف - (ইয়া লাত্বীফু)** – হে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক!

এই নাম মুবারক ৪১ বার পাঠ করিয়া সকালে খালি পেটে পানিতে ফুঁক দিয়া সেবন করিলে স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসার ছাত্রদের মেধা ও স্মরণ শক্তি খুবই বৃদ্ধি পাইবে। যে ব্যক্তি চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে অবনতি অথবা অভাবগ্রস্থ কিংবা আমদানী ইত্যাদিতে লোকসান, অধিকসময় রোগ পীড়ায় ভুগে; কিংবা মেয়ের বিবাহ-শাদী নিয়া দুশ্চিন্তায় রহিয়াছে তাহা হইলে, উত্তমরূপে ওজু করতঃ ২ রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া উক্ত নাম মুবারক 'ইয়া লাত্বীফু' ১০০ (একশত) বার পাঠ করিবে। ইন্‌শা আল্লাহ্ অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

৩০। **ياخبير (ইয়া খাবীরু)** – হে মহা সংবাদ সংরক্ষক! এই নাম মুবারক পাঠকারী স্বপ্নযোগে অথবা জাগ্রত অবস্থায় গোপনীয় বিষয়বস্তু অবগত হইতে পারে। উত্তমরূপে ওজু করতঃ ২ রাকাত নফল নামাজ আদায় করিয়া হুজুর গাউছুল আজম শায়খ সাইয়্যেদ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর রুহের উপর ছওয়াব রেছানী করিবে ১৬১ (একশত একষট্টি) বার এই নাম মুবারক 'ইয়া খাবীরু' পাঠ করিবে। অতঃপর ইনশা আল্লাহ্ স্বপ্নযোগে কিংবা জাগ্রত অবস্থায় যাহা জানিবার প্রয়োজন জানিতে পারিবে।

৩১। **ياحليم - (ইয়া হালিমু)**– হে পরম ধৈয্য ধারণকারী!

আল্লাহপাকের এই সিফাতী নামের বরকতে সৃষ্টির জন্যে পানি এবং খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই নামের বদওলতে আলম ক্বায়েম (স্থির) আছে। যদি কেহ ৮৮৩ বার এই নাম পাঠ করে তবে সমস্ত সৃষ্টি তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। এই নাম কাগজে লিখিয়া পানিতে ধৌত করিয়া উক্ত পানি ফসলের জমিনে ছিটাইয়া দিলে পোঁকা-মাকড় দূর হইয়া যাইবে। যদি অসুস্থ লোকের মাথার পার্শ্বে বসিয়া একবার সুরায়ে ফাতেহা এবং ১০ বার 'ইয়া হালীমু' পাঠ করিবে, তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইবে– আরোগ্য লাভ করিবে ইনশা আল্লাহ।

৩২। **ياعظيم - (ইয়া আজীমু)**– হে এই নামের জাকের যাহার প্রতি নজর করিবে, ঐ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া যাইবে। যাহাকে লোকেরা ভালবাসে না ঘৃণা করে, এই নামের বরকতে তাকেও লোকেরা ভালবাসিবে এবং তাহার অভাব দূর হইয়া যাইবে।

৩৩। **ياعلى - (ইয়া আলীয়্যু)**– হে মহা উচ্চ মর্যাদাশীল!

এই মুবারক নাম পাঠকারী দুর্বল থাকিলে সবল ও শক্তিশালী হইবে এবং উচ্চ সম্মান লাভ করিবে। এবং মালদার বা সম্পদশালী হইবে। উপরন্তু, দুশমনের উপর জয়যুক্ত হইবে। যে মেয়ের বিবাহ শাদী হয় না দৈনিক ৫০০ (পাঁচশত) বার এই নাম মুবারক পাঠ করিলে তাহার বিবাহ হইয়া যাইবে ইনশা আল্লাহ্।

৩৪ **ياحفيظ ياحافظ (ইয়া হাফেজু, ইয়া হাফীজু)**– হে রক্ষাকারী!

এই নাম মুবারক পাঠকারী হাকিমের জুলুম (বিচারকের অবিচার) হইতে শয়তানের শয়তানী হইতে বাঁচিয়া থাকিবে; পশু-পাখিও তাহার অধীন হইয়া

যাইবে। ছোট্ট শিশু ও ছেলেমেয়েদের রোগ-পীড়া হইতে মুক্তি পাইবে। ঐ নাম মুবারক কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে খুবই উপকার পাইবে।

৩৫। **يامقيت - (ইয়া মুকীতু)** – হে শক্তিদাতা! এই নাম মুবারক মনকে নিয়ন্ত্রণ ও আত্মাকে অধীন করার জন্যে যথার্থ ফলপ্রসু। এই নাম মুবারক অধিক পরিমাণে পাঠ করিলে সর্ব প্রকার গোনাহের কর্ম ও ধারণা হইতে মন বিরত থাকিবে।

৩৬। **ياحسيب - (ইয়া হাছিবু)**– হে মহা হিসাব গ্রহণকারী! এই নাম পাকের বরকতে কিরামান কাতেবীন ও মোক্বারিবিন ফেরেশতা বান্দার আমল নামার খবর রাখে। স্বামী অথবা স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যে কেহ বদকার হয় ইহার প্রতিকারের জন্যে মঙ্গলবারে এবং বৃহস্পতিবারে রোজা রাখিয়া ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজের পর ৭৭ বার (হাছবিয়াল্লাহু) পাঠ করিবে আল্লাহর ফজলে ২/৪ দিন আমল করিলেই বদ অভ্যাস দূর হইয়া যাইবে।

ياجليل ياذاالجلال والاكرام(ইয়া জালীলু ইয়া জাল্‌জালালে ওয়াল্ ইকরাম) – হে মহীয়ান ও গরীয়ান! এই দুই মুবারক নামের তাছির একই রকম। হজরত ইমাম আলী রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিয়াছেন– এই দুই নাম হইতে যে কোন একটি নাম ৭ দিন পর্যন্ত রুটীর এক টুকরায় লিখিয়া নিজে খাইবে এবং বাকী রুটী দান করিয়া দিবে তখন আল্লাহর সৃষ্টি তাহার অধীনে আসিবে। এবং তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে।

৩৮। **يامقسط - (ইয়া মুক্বছিতু)** – হে মহা ন্যায় পরায়ন! এই নাম মুবারক অতিশয় শক্তিশালী ও উপকারী। এই নাম মুবারক পাঠকারীকে লোকেরা ভয় পায়। যত বড় জালিম হউক চক্ষু মেলিয়া কথা বলার সাহসও পাইবে না। আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহ লাভ করিবে।

৩৯। **ياجامع - (ইয়া জামিউ)** – হে একত্রকারী! এই নাম মুবারকের বরকতে (কল্যাণে) সমস্ত সৃষ্টি হজরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামের অধীনে ছিল। কোন ব্যক্তি যদি কোন জটিল সমস্যায় পড়িয়া পেরেশান হয় কিংবা কোন প্রিয়জনের বিরহ-ব্যথায় কাতর হয় তাহা হইলে শনিবার দিবসে চাশ্‌তের নামাজের পর গোসল করিয়া আরও ২ রাকাত নামাজ আদায় করতঃ আকাশের দিকে মুখ উঠাইয়া উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইয়া ১০ বার **(ইয়া জামিউ)** পড়িবে। প্রথম বার ইয়া জামিউ পড়িবার সময় ডান হাতের আঙ্গুল বন্ধ করিবেন; তখন অগণিত সংখ্যায় এই নাম মুবারক পাঠ করিবেন। অতঃপর হাত খুলিয়া মুখমন্ডলে মুছা দিবেন। আল্লাহর ফজলে নিশ্চয়ই প্রিয়জন হাজির হইবে।

৪০। **ياكريم - (ইয়া কারীমু)** – হে অনুগ্রহকারী!

হজরত শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলাবোনী রাহমাতুল্লাহ্ আলাই বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি এই নাম মুবারক সদা সর্বদা পড়িবে যতদিন দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিবে অতিশয় ইজ্জত ও সম্মানের সহিত থাকিবে। কোন সময় অভাব-অনটন থাকিবে না; ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে আশাতীতরূপে। উপরন্তু যখন যাহা দোয়া করিবে তাহাই কবুল হইবে। ইনশা আল্লাহু তায়ালা রাত্রে শুইবার সময় এই নাম মুবারক 'ইয়া কারীমু' পাঠ করিতে করিতে নিদ্রায় গেলে সারা রাত্রি ফেরেশতা তাকে পাহারা দিবে।

৪১। **يا رقيب - (ইয়া রাকীবু)** – হে নেগাহবান!

এই নাম মোবারক পাঠ কারীর সন্তানাদি খুবই ভাল হইবে। মাল-দৌলত, কাজ-কারবার সহায় সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণ হইবে। চোর-ডাকাতের উপদ্রব হইতে নিরাপদ থাকিবে। এই নাম মোবারক পাঠ করিয়া নিদ্রা গেলে আল্লাহপাক তাহার মাল-দৌলত হেফাজত করিবেন। এই নামের বরকতে দুশমন পরাজিত থাকিবে। দৈনিক ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিবে।

৪২। **يا مجيب - (ইয়া মুজীবু)** – হে প্রার্থনা মঞ্জুরকারী!

এই নমের বরকতে হজরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের গলায় ছুরি চলে নাই; ছুরির ধার বিলীন হইয়া ভোঁতা হইয়া গিয়াছিল। হজরত ইমাম আলী রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিয়াছেন যে ব্যক্তি এই নাম মোবারক ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিয়া যে দোওয়া করিবে তাহাই কবুল হইবে ইন্শা আল্লাহ।

৪৩। **يا واسع - (ইয়া ওয়াছিউ)** – হে প্রশস্তকারী! তুরিকতপন্থী বুজুর্গানে কেরাম বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি ১৩৭ বার এই নাম মুবারক পড়িবে আল্লাহপাক তার উপরে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। যে কেহ এই নাম মুবারক ১০৬৫ (এক হাজার পঁয়ষট্টি) বার পাঠ করিবে অতিশয় ইজ্জত ও সম্মান লাভ করিবে।

৪৪। **يا ودود - (ইয়া ওয়াদুদু)** – হে প্রেমময় দয়াবান। এই নাম মুবারক ভালবাসা সৃষ্টির জন্যে খুবই ফলপ্রসু। যদি কোন ব্যক্তি মাতাপিতার অবাধ্য, মিথ্যাবাদী এবং শরাবখুর ব্যাভিচারী ও উচ্ছৃংখল স্বভাবের দরুণ মানুষকে কষ্ট দিয়া থাকে। এ জাতীয় লোকদিগকে উক্ত নাম মুবারক ৯৬০ বার পাঠ করিয়া পানিতে ফুঁক দিয়া পান করাইলে আল্লাহর ফজলে বদ-স্বভাব দূর হইয়া সৎস্বভাব হাছিল হইবে এবং প্রেম-ভালবাসার গুণে গুণান্বিত হইয়া সচ্চরিত্রবান হইবে। স্বামীর অকৃত্রিম ভালোবাসা লাভের জন্যে এ নাম মুবারকের আমল অত্যন্ত ফলপ্রসু ও পরীক্ষিত।

৪৫ **يا ماجد يا مجيد -(ইয়া মাজেদু ইয়া মাজীদু)** – হে মহা সম্মানিত! এই নাম মুবারক পাঠকারী যথেষ্ট ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী হইবে। যে ব্যক্তি এক সময় ধনী ছিল পরে গরীব হইয়াছে, সে যদি এই নামে পাকের ওয়াজিফা করে

তবে অবশ্যই ধনবান হইবে; তাহার অভাব-অনটন থাকিবে না। যাহার চাকুরী নষ্ট হইয়া গিয়াছে এমন লোক ২০০০ (দুই হাজার) বার এই মুবারক নাম পড়িয়া দোওয়া করিলে আল্লাহার ফজলে চাকুরী পূনরায় প্রাপ্ত হইবে।

৪৬। **يا باعث - (ইয়া বায়েছু)** – হে পূর্ণরুত্থানকারী! এই নাম মুবারক পাঠ করিলে বাতেন পরিষ্কার হইয়া যায়। শয়তারে কুমন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওযা যায়; অন্তর পরিষ্কার থাকে এবং এই নামের বরকতে সর্ব প্রকার পেরেশানী দূর হয়।

يا شاهد يا شهيد (ইয়া শাহেদু, ইয়া শাহীদু) – হে সর্বস্থান পর্যবেক্ষণকারী। এই উভয় নামের তাছির অত্যন্ত ফলপ্রদ। যদি কাহারো বিবি অথবা সন্তানাদি অবাধ্য ও নাফরমান হয় তবে কতক দিন সকালে তাদের কপালে হাত রাখিয়া ২১ বার এই নাম মুবারক পড়িবে; তবে অল্পদিনের মধ্যে আল্লাহর ফজলে বাধ্য হইয়া যাইবে নাফরমানী ত্যাগ করিবে।

৪৮। **يا حق - (ইয়া হাক্কু)**– হে পরম সত্যবাদী!

যদি কাহারো সঙ্গে ঝগড়া-ফাসাদ হয় অথবা মামলা-মোকদ্দমা হয় তখন এই নাম মুবারক বেশি বেশি পড়িবে। যদি কোন কিছু হারাইয়া যায় কিংবা চুরি হয় তবে এই নাম মুবারক অধিক পরিমাণে পাঠ করিলে পাওয়া যাইবে। যাহার জেল হইয়া যায় তবে রাত্রে ১২টার সময় মাথায় ডান হাত রাখিয়া ১০৮ (একশত আট) বার পড়লে মুক্তিলাভ হইবে।

৪৯। **يا وكيل - (ইয়া ওয়াকীলু)**– হে মহান কর্মকর্তা!

এই নাম মুবারক পাঠকারীকে বন্য জন্তু তাহাকে ভয় করিবে। বিজলী বা বজ্রপাত তাহার উপরে পড়িবে না; আল্লাহপাক আমানে রাখিবে। উপরন্তু, জেলখানা হইতে মুক্তি পাইবে; এবং ঋণ গ্রস্থ থাকিলে ঋণ মুক্ত হইবে। যদি দুশমনকে দমন করিতে হয়, তবে এই মুবারক নাম ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিলে দুশমন দমন হইয়া যাইবে এবং আল্লাহর গজবে পতিত হইবে।

৫০। **يا قوى - (ইয়া কাবিয়্যু)**– হে সর্বশক্তির আঁধার। এই নাম মুবারকে ভয়ানক তাছির রহিয়াছে। এই নাম মুবারক পাঠ্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে সুফল পাওয়া যায়। এই নামের ওজিফাকারী দুই/একজন নহে বরং হাজার হাজার দুশমন দুর্বল ও পরাজিত হইয়া যাইবে। নির্দিষ্ট নিয়মে এই নামের ওজিফা করিলে যাবতীয় নেক কাজে হিম্মত (শক্তি) পাইবে। এবং শয়তানের ধোকা এবং নফসের কু-প্ররোচনা হইতে নিরাপদে থাকিবে।

৫১। **يا متين - (ইয়া মাতীনু)** – হে মহান শক্তি মান।

যে সব শিশু-সন্তান হাঁটিতে বা চলাফেরা করিতে পারে না ঐ সমস্ত শিশুদিগকে এই নাম মুবারকের তাবিজ লিখিয়া ব্যবহার করাইলে ইনশা আল্লাহ্ হাঁটিতে বা চলাফেরা করিতে সক্ষম হইবে। যদি শিশু-সন্তান মাতৃদুগ্ধ কমিয়া যায় বা না

থাকে তাহা হইলে এই নামে পাক 'ইয়া মাতীনু' (يامتين) লিখিয়া পানীতে ধৌত করত ঃ খাওয়াইলে অধিক পরিমানে দুধ মাতৃস্তনে আসিবে অর্থাৎ দুধ প্রচুর বৃদ্ধি পাইবে।

৫২ ياحميد ياحامد يامحمود -(ইয়া হামেদু ইয়া মাহমুদু, ইয়া হামীদু) –হে চরম প্রশংসিত প্রভু! আল্লাহ পাকের এই গুণবাচক নামের যতই প্রশংসা করা যায় প্রকৃত পক্ষে অল্পই হইয়া থাকে। কেননা এ নাম গুলোর প্রশংসা বা গুণগান অপরিসীম। এই তিনটি নাম মুবারক লিখিয়া ধৌত করতঃ পানি পান. করাইলে যত প্রকার খারাপ অভ্যাসই থাকুক ভাল হইয়া যাইবে ইন্‌শা আল্লাহ।

৫৩। يامحصى - (ইয়া মুহ্ছিউ) - হে পরিবেষ্টনকারী!

এই নাম মুবারক পাঠ করলে কবরের আজাব হইতে এবং হাশরের ময়দানের ভয়ানক কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এই নাম মুবারক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে ও শুক্রবার দিবাগত রাত্রে ১০০০ (একহাজার) বার পাঠ করিলে হাশরের দিনের হিসাব-নিকাশ সহজ হইয়া যাইবে। দুনিয়ায় যত কাজ কর্ম করিবে সমস্তই সহজ সাধ্য হইয়া যাইবে; কোন প্রকার ঝামেলা হইবে না।

৫৪। يامعيد يامبدى -(ইয়া মুব্দিউ, ইয়া মুঈদু) - হে প্রকাশকারী, হে পুর্ণবোহ্বানকারী! এই নাম মুবারক যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বা জটিল কাজ কর্ম শুরু করিতে অর্থাৎ ঘরবাড়ী নির্মান করিতে, কিংবা কারখানা স্থাপন ও দোকান-পাট ইত্যাদি কাজ আরম্ভ করিতে এই নাম মুবারক ৫৬ বার পাঠ করিয়া আরম্ভ করিলে অতি সহজে কাজ সমাধা হইবে এবং কাজ কর্মে বরকতে নাযিল হইবে ইনশাআল্লাহ; কোন প্রকার ঝামেলা হইবে না।

৫৫ ياحى يامحيى -(ইয়া মুহ্ঈয়্যু, ইয়া হাইয়্যু) –হে জীবন দানকারী! হে চিরজীবি!

এই নাম মুবারক যে কোন সংকটপূর্ণ কাজে মৃত্যুর ভয় বা আশংকা থাকে তাহাতে ৯৫ বার পাঠ করতঃ বাড়ী হইতে বাহির হইলে পুনরায় শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। যাহারা সমুদ্রের উপকুল বা কিনারায় বসবাস করে যে কোন সময় বাড়ীঘর সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইবার আশংকা থাকে তখন এই নাম মুবারকের (ওয়াজিফা পাঠের) বর কতে রক্ষা পাইবে।

৫৬। یاممیت - (ইয়া মুমীতু) –হে মৃত্যুদানকারী !

এ নাম মুবারকের বদৌলতে নফ্‌সে আম্মারা অধীনে হইয়া যাইবে। রাত্রে শয়ন করিবার সময় ৪৯০ (চারিশত নব্বই) বার পাঠ করিয়া শুইলে দুঃস্বপ্ন কিংবা স্বপ্নদোষ হইবে না। উপরন্ত, দুশমন দমন থাকিবে, কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

৫৭। ياقيوم - (ইয়া কাইয়্যুমু) - হে চিরঞ্জীবি! এই নাম মুবারকের হায়াত দারাজ বা বয়স বৃদ্ধি পায়; উদ্দেশ্য সফল হয় এবং দুশমন পরাজিত হয়

শত্রু বা নিজের লোক দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা হইলে তজ্জন্য (ইয়া কাইয়্যুমু) এই পবিত্র নামের আমল বিশেষ ফলপ্রদ। শেষ রাত্রে উঠিয়া পাক- সাফ হইয়া তাহাজ্জুদ নামাজান্তে ৪০ দিন পর্যন্ত এই মুবারক নাম ৭০ বার করিয়া পাঠ করতঃ আমল করিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ শত্রু হউক বা অনিষ্টকামী আত্মীয়ই হউক, অনিষ্ট মারাত্মক বা নগন্য হউক সবই দমন ও প্রতিরোধ হইবে।

মন প্রফুল্ল এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে আনন্দ ও স্বাদ পাইবার জন্যে এই নাম মুবারক প্রত্যহ তিনশত বার পাঠ করিবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমলকারীর অন্তর আল্লাহর ভয়ে নরম হইয়া উঠিবে এবং দুনিয়ার ঝামেলার দরুন মনে চঞ্চলতা আসিবে না।

ياواجد ياغنى يامغنى (ইয়া ওয়াজিদু, ইয়া গানীয়্যু, ইয়া মুগ্‌নীয়ু) - হে সকল বস্তুর মালিক ! হে পরওয়াহীন! হে সম্পদদাতা!

আল্লাহ পাকের এই গুণবাচক নামসমূহ পাঠ করিলে ধন-সম্পদ খুবই বৃদ্ধি পাইবে। যে ব্যক্তি ব্যবসা- বাণিজ্য করে কিন্তু উন্নতি কম হয় এই নাম মুবারক ১০০ (একশত) বার পাঠ করিলে আল্লাহর ফজলে খুবই উন্নতি হইবে। এবং আল্লাহ পাক গায়েবের খাযানা হইতে পবিত্র রিযিক দান করিবেন।

ياأحد ياواحد ياوحيد (ইয়া আহাদু, ইয়া ওয়াহেদু, ইয়া ওয়াহিদু) –হে একক মালিক! হে মহান শক্তিদাতা!

এই মুবারক নামসমূহ হইতে যে কোন নাম মুবারকের ওয়াজিফা করিবে দুশমন ভয়ে ভীত হইবে। এই নাম মুবারকের প্রতি সাদ্দাদ, নমরুদ হয়রান- পেরেশান হইয়া যাইত।

কোনও ভয়াবহ রাস্তায় যাইতে হইলে এই নামসমূহ হইতে একটি নাম ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিয়া যাত্রা করিলে কোন প্রকার চিন্তার কারণ থাকিবে না। কোন রুগ্নব্যক্তি ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিলে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

৬০। **ياصمد** (ইয়া ছামাদু) - হে বেনেয়াজ মুখাপেক্ষিতাহীন!

এই পবিত্র নাম পাঠকারী অলি আওলিয়াগণের অন্তর্ভূক্ত হইবে। আল্লাহর প্রিয়বান্দাগনের মধ্যে গণ্য হইবে। এ নাম মুবারক পাঠকারী কোনও ক্ষুধা- তৃষ্ণার যাতনায় ভূগিবে না। যে কোন উপায়েই হউক তাহার রিযকের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, অন্যথায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তাহার ক্ষুধা- তৃষ্ণা অনুভব হইবে না।

(ياأحد ياصمد - ياصمد) - অনেক আওলিয়ায়ে কেরাম বুজুর্গানে দ্বীন (ইয়া আহাদু, ইয়া ছামাদু) এই দুই নাম মুবারককে 'ইছমে আজম' বলিয়াছেন। দৈনিক (ইয়া ছামাদু) এই নাম মুবারক ১০০০ (এক হাজার) বার পড়িলে রিযিক বৃদ্ধি পাইবে, এবং অভাব অনটন দূর হইবে এবং ব্যবসা- বাণিজ্যে উন্নতি হইবে।

يا قادر يا قدير يا مقتدر (ইয়া কাদেরু, ইয়া কাদিরু, ইয়া মুক্বতাদিরু) - হে মহা শক্তিশালী, হে শক্তির অধিকারী এই তিনটি নাম মুবারক পাঠ করিলে যত বড় বিপদাপদ হউক আল্লাহ পাক মুক্তি দান করিবেন। মনে মনে সদা- সর্বদা পাঠ করিলে দুনিয়ার কাজকর্মে উন্নতি লাভ হইবে। কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি 'ইয়া কাদেরু' এই নাম মুবারক প্রত্যহ ১০০ বার পাঠ করিলে অতিসত্ত্বর রোগ মুক্তি হইবে এবং শরীরে শক্তি পাইতে থাকিবে।

শহীদী মৃত্যুর দরজা ও ফজিলত লাভের জন্যে ইয়া "মুক্বতাদিরু" এই নাম মুবারক আমল করা হাদিস শরীফ দ্বারা সমর্থিত। প্রতি বৎসর স্মরণ রাখিয়া আশুরার দিবসে এই নামে পাক ৪০০ (চারশত) বার করিয়া পাঠ করিবে। আল্লাহর ফজলে সেই ব্যক্তি শহীদি দরজা লাভ করিবে। তাহার আত্মা মৃত্যুর পরে শহীদানের আত্মার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিবে।

৬২। **يا مقدم** - (ইয়া মুকাদ্দিমু) - হে সূচনাকারী! এই নাম মুবারকের বরকতে হজরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম তুর পর্বতে আল্লাহ পাকের সঙ্গে কালাম করিয়াছিলেন। হজরত ইমাম আলী রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন যে, রাত্রে শয়ন করিবার সময় এই নাম মুবারক ১০০ (এক শত) বার পাঠ করিলে শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবে এবং ঘরে চোর প্রবেশ করিতে পারিবে না। এমনকি, প্রবল ঝড়-তুফানে বাড়ী-ঘরের ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং নদ-নদী ও সমুদ্রে জাহাজ ডুবিবে না।

৬৩। **يا مؤخر** - (ইয়া মুয়াখ্‌খিরু) - হে অনন্ত অসীম। মানুষ যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়া যায় এবং কোন নেক আমল না থাকে, বরং গোনাহ্‌ই অধিক পরিমাণে থাকে এবং কবর-হাশরের ভয় অন্তরে জাগিয়া উঠে তখন আল্লাহপাকের এই মুবারক নাম "ইয়া মুয়াখ্‌খিরু" বেশি বেশি পড়িতে থাকিবে; আল্লাহ পাক দয়া পরবশ হইয়া গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার হায়াত বৃদ্ধি করিয়া দিবেন যেন নেক কাজ করিতে সমর্থ হয়। যে রোগী রোগ- যন্ত্রনায় আরোগ্য লাভের আশা ছাড়িয়া নিরাশ হইয়াছে, এই নাম মুবারক বেশি বেশি পাঠ করিলে ইনশাআল্লাহ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। আরোগ্য লাভের পর নেক কাজ করিতে হইবে।

৬৪। **يا اول** - (ইয়া আউয়্যালু) - হে অনাদি!

যাহারা নিঃসন্তান, সন্তানাদি হয় না, তাহারা এই নাম মুবারক ৪০ (চল্লিশ) দিন জুম্মার নামাজের পর ১০০ (একশত) বার করিয়া পাঠ করিলে আল্লাহর ফজলে নেক (পূণ্যবান) সন্তান জন্ম লাভ করিবে।

৬৫। **يا اخر - (ইয়া আখেরু)** - হে সর্বশেষ! যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের এ সিফাতী নাম পাঠ করিবে তাহার সহবাসের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। এতদ্ব্যতীত, সর্বদা শরীরে শক্তি- সামর্থ্য বিদ্যমান থাকিবে। উপরন্ত, দুশমনের উপর জয়মুক্ত হইবে এবং দুশমন দূর্বল ও পরাজিত হইবে।

৬৬। **ياظاهر ياباطن - (ইয়া জাহেরু, ইয়া বাতেনু)** - হে প্রকাশ্য এবং মহীয়ান গোপন সত্ত্বা!

এ উভয় নাম মুবারকের বরকতে এ উভয় নাম পাঠকারীর দীল আলোকিত হইয়া যাইবে। এ নামদ্বয় পাঠকারী ব্যক্তির জাহের-বাতেন পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কবরের অবস্থা অবগত হওয়া ছাড়াও এস্তেখারার মাধ্যমে সব বিষয় জানিতে পারিবে।

যদি কেহ চাশ্তের নামাজের পর ৫০০ (পাঁচশত) বার পাঠ করিবে তবে তাহার জাহের-বাতেন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া আলোকময় হইয়া যাইবে।

৬৭। **ياوالى - (ইয়া ওয়ালী)** - হে সকল বস্তুর মালিক! এই নাম মুবারক কোনও পাত্রে লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করতঃ বাড়ীর চারি কোণায় ছিটাইয়া দিলে সে বাড়ীতে চুরি হইবে না-চোর- ডাকাতের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবে। এমন কি, বজ্রপাত ও বিজলি পাত এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

৬৮। **يامتعالى - (ইয়া মুতা'লী)** - হে সর্বোচ্চ মহান! এ নাম মুবারক যদি কোন মেয়েলোক হায়েজ এবং নেফাছের মধ্যে এই নাম পড়ে; তবে যাবতীয় বালা মুছিবত (বিপদাপদ), হইতে আমনে থাকিবে; এই নামে পাক পাঠ করতঃ কেহ যদি, বাদশাহের নিকট যায় তাহলে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

৬৯। **يابر - (ইয়া বার্রু)** - হে পূণ্যকাজ সৃজনকর্তা! এই নাম মুবারক যদি কেহ কোন নাবালেগ শিশুকে শিখায় এবং এ শিশু সময় সময় নাম মুবারক পাঠ করে, তবে বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) না হওয়া পর্যন্ত কোনও রোগ-পীড়া কিংবা বালা-মুছিবত তাকে স্পর্শ করিবে না এবং শান্তিপূর্ণ সহকারে বাঁচিয়া থাকিবে।

যদি কেহ শরাব পান ও ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং এ বদস্বভাব দূর করিবার কোনও উপায় না থাকে তবে পাক-সাফ হইয়া এই নামে পাক "ইয়া বার্রু" এক বৈঠকে প্রতিদিন ১১ হাজার বার করিয়া ১১ দিন আমল করিবে। ইনশা আল্লাহ্ বদ স্বভাব দূর হইয়া যাইবে।

৭০। **ياتواب - (ইয়া তাওয়্যাবু)** – হে তওবা কবুলকারী!

যে ব্যক্তি ভয়ানক গোনাহ করার ফলে অত্যন্ত ভীত- সন্ত্রস্ত এবং পেরেশান অবস্থায় পড়িয়াছে এই নাম মুবারক বেশি বেশি পাঠ করিলে আল্লাহ পাক

মেহেরবানী করিয়া ক্ষমা করিবেন। যে ব্যক্তি দৈনিক ৪০৯ (চারিশত নয়) বার এই নাম মুবারক পাঠ করিবে এবং দোওয়া করিবে তাহার দোওয়া কবুল হইবে। ছোট্ট শিশু যখন বেশি বেশি কাঁদে তখন এই নাম মুবারক ৭০ বার পড়িয়া ঐ শিশুকে ফুঁক দিবে; ইনশাআল্লাহ আর কাদিবে না শান্ত হইবে এবং আপদ-বালা হইতে হেফাজতে থাকিবে।

৭১। يامنتقم - **(ইয়া মুনতাক্বিমু)**- হে প্রতিশোধ গ্রহণকারী! যে ব্যক্তির ব্যবসা- প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা কিংবা দোকান-পাট ইত্যাদিতে হিংসুক লোকেরা হিংসা বিদ্বেষের ফলে যাদু-টোনা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে; সেই ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তওবা করিয়া এই নাম ১০০০ (এক হাজার) বার পড়িয়া দোওয়া করিবে। তাহা হইলে ইনশাল্লাহ সর্বপ্রকার বালা- মুছিবত দূর হইবে।

৭২। **يارئوف - (ইয়া রাউফু)** – হে দয়াময়!

এই নাম মুবারক আমলকারী যাদু-টোনা ইত্যাদির আছর (কুপ্রভাব) হইতে বাচিঁয়া থাকিবে। কাজ-কর্ম, ব্যবসা- বাণিজ্য ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে উন্নতি হইবে। কাহার নিকট হইতে কর্জ নিয়া থাকিলে তাকাদা আসিবে না; কিন্তু, তাই বলিয়া আদায় করিতে বিলম্ব করিবে না।

يامعطى يامنعم يانافع ياحنان يامنان **(ইয়া মু'ত্বিউ, ইয়া মুন্য়িমু, ইয়া নাফিউ**, ইয়া হান্নানু, ইয়া মান্নানু) - হে দাতা, হে মহান দাতা, হে মহা উপকারী। এই ৫ (পাঁচ) টি নাম মুবারক যে পাঠ করিবে তাহার প্রচুর পরিমাণে ধন-দৌলত বৃদ্ধি পাইবে; ব্যবসা- বাণিজ্যে উন্নতি হইবে এবং তাহাতে বহু উপকার লাভ করিবে। ব্যবসার কাজ-কর্ম শুরু করিবার সময় যে ব্যক্তি **يانافع (ইয়া নাফেউ)** মনে মনে পাঠ করিবে তাহার ব্যবসায় ও কাজকর্মে খুবই উন্নতি হইবে; দোকান-পাটে বেচা-কেনা প্রচুর হইবে।

৭৪। **يامانع - (ইয়া মানেউ)** - হে বাধা প্রদানকারী!

যদি কাহারও স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ হয় তবে বিছানায় শয়নকালে এই নাম মুবারক ৪১ বার পাঠ করিলে ঝগড়া-বিবাদ দূর হইবে এবং পরস্পরের মধ্যে মিল-মহব্বত সৃষ্টি হইবে। উপরন্তু নাফরমান স্ত্রীলোক সহজে বাধ্য হইবে। এই নাম মুবারক অধিক পরিমাণে পাঠ করিলে আল্লাহর ফজলে সকল প্রকার অনিষ্টতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। এবং বিশেষ কোন নেক মকছুদ ও পূরণ হইবে।

৭৫। **ياضار - (ইয়া দ্বারু)** – হে প্রকৃত অনিষ্টকারী!

এই নাম মুবারক পাঠকারী সর্বপ্রকার অনিষ্ট তথা রোগ-ব্যাধি বালা-মুছিবত হইতে নিস্তার পাইবে। যে ব্যক্তি জুম্মার দিন একশত বার এই নাম মুবারক পাঠ করিবে খোদার ফজলে জাহেরী-বাতেনী সর্বপ্রকার আপদ-বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং ইজ্জত-সম্মানসহ ইহ-পরকালের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ করিবে।

৭৬। **يانور - (ইয়া নুরু)** - হে সর্বময় জ্যোতিঃ!

জ্যোতিদানকারী আল্লাহ পাকের এই সিফাতী নামের তাছির (প্রভাব) অত্যন্ত বেশি হজরত ইমাম আলী রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ফজর নামাজ বাদ ২৫৬ (দুইশত ছাপান্ন) বার এই নাম মুবারক (-يانور) (ইয়া নূরু) পাঠ করিবে তাহার অন্তর নূরানী হইবে এবং তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইবে। এমনকি, তাহার বয়স ১০০ বৎসর হইলেও চক্ষের জ্যোতি নষ্ট হইবে না।

হেসনে হাসীন কিতাবে আছে জুম্মার রাতে সাতবার সুরায়ে নূর পাঠ করতঃ এ নাম মুবারক "ইয়া নূরু" এক হাজার বার পাঠ করিলে তার অন্তকরণ নূরের জোতিতে উদ্ভাসত হইয়া উঠিবে।

৭৭। ياهادى - (ইয়া হাদীয়্) – হে সরল পথ প্রদর্শন কারী! এই নাম মুবারকের বরকতে সর্বপ্রকার কাজ-কর্মে উন্নতি হইবে। শিশু-সন্তান বেশি বেশি কান্না-কাটি করিলে ৪১ বার এই নাম মুবারক পাঠ করিয়া ফুঁক দিলে কান্না বন্ধ করিবে। চরিত্রহীন পুরুষ ও মেয়েলোকদিগকে এই নাম ১১১ (একশত এগার) বার পাঠ করিয়া পানিতে ফুঁক দিয়া খাওয়াইলে চরিত্র ভাল হইবে ইনশাআল্লাহ্‌হাকীমের সামনে হক বিচারের উদ্দেশ্যে এবং বিদেশ গমন বা সফর শুভ ও নিরাপদ হইবার জন্যে উক্ত নাম মুবারক অত্যন্ত সুফলদায়ক। ১১ বার পাঠ করিয়া হাকিমের নিকট গমন করিবে এবং ১১ বার পাঠ করিয়া সফরে বাহির হইবে। ইনশাআল্লাহ মকসুদ পূর্ণ হইবে।

৭৮। يابديع - (ইয়া বাদিউ) - হে মহান সৃষ্টিকর্তা!

আল্লাহ পাকের এই নামের বরকতে সমস্ত কাজ-কর্ম সফল হয়। দোওয়া করিবার আগে ৭০ বার পাঠ করিয়া দোওয়া করিলে দোওয়া কবুল হয়। যে কোন বিপদে পড়িলে গোসল করিয়া দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতঃ কেবলামুখী হইয়া এই নাম মুবারক يابديع (ইয়া বাদীয়্) – ৭০ বার পাঠ করিবে এবং দোওয়া করিবে। আল্লাহর ফজলে দোওয়া কবুল হইবে বিপদমুক্ত হইবে।

৭৯। -ياباقى (ইয়া বাকীয়্যু) - হে চিরজীবি- চিরন্তন! হে অবশিষ্টকারী! দুষমনকে বাধ্য করিবার জন্যে এই নাম মুবারকের আমল অত্যন্ত উপকারী। মনের দুঃখ ও চিন্তা দূর করিবার জন্যে এবং ইবাদত কবুল হইবার জন্যে বর্ণিত নাম মুবারক জুমুআর রাত্রে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে) এক হাজার বার পাঠ করিলে তাহার মনের যাবতীয় মনের কষ্ট ও গ্লানি দূর হইবে এবং ইবাদত কবুল হইবে।

এই নাম মুবারকের বরকতে হজরত জোনায়েদ বোগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পাহলোয়ানী বা কুশতী খেলা খেলিতে গিয়া জয়ী হইতেন। এই নাম মুবারকের জাকের কখনো রোগ-পীড়ায় আক্রান্ত হইবে না। পোকার উপদ্রব হইতে বাগান বা ফসলের জমিন রক্ষা করিবার জন্যে নুতন মাটির পাত্রের চাড়া বা ভাঙ্গা

টুকরায় এই ইসিমটুকু লিখিয়া বাগানের চারি কোনায় মাটিতে পুতিয়া রাখিলে নিরাপদ থাকিবে।

৮০। يا وارث - **(ইয়া ওয়ারিছু)** - হে মহান সত্তা। সব কিছুর পরেও বিদ্যমান মহান সত্তা। এই নামের বরকতে এই নামের জাকের সমাজের মধ্যে অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি হইবে। নেককার সন্তানাদি লাভ হইবে এবং মালে বরকত হইবে এবং রোজী-রোজগারে উন্নতি হইবে।

৮১। يا رشيد - **(ইয়া রাশীদু)** - হে পথ প্রদর্শক! আল্লাহ পাকের রেজামন্দি ও মুহব্বত হাসিলের জন্যে "ইয়া রাশীদু" এই নামের আমল বিশেষ ফলদায়ক। প্রতিদিন ফজর ও এশার নামাজ বাদ এই নাম মুবারক ১০০ (একশত) বার পাঠ করিবে। ইনশা আল্লাহ যাবতীয় ইবাদত কবুল হইবে এবং আল্লাহ পাক এই নামের আমলকারীকে নেক বান্দার দফতরে গণ্য করিবে এবং সমাজে নেতৃত্ব দান করিবেন লোকে তাহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিবে। ধন-সম্পদের উদ্দেশ্যে পাঠ করিলে ধনবান হইবে।

ফজর ও মাগরিবের পর দাঁড়াইয়া ১০০০ (এক হাজার) বার পাঠ করিলে সর্ববিধ উপকার ও উন্নতি লাভ হইবে।

৮২। يا صبور - **(ইয়া সাবরু)** - হে মহান ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনকারী! আল্লাহ পাকের এই গুণবাচক নাম পাঠ করিলে কঠিন কাজ সহজ সাধ্য হইয়া যায়। এই মুবারক নাম আমলকারীকে আল্লাহ পাক সর্ব্বকাজে সাহায্য দান করিয়া থাকেন। বালা মুসিবত দূর হওয়ার জন্যে উক্ত নামে পাক সূর্যোদয়ের পূর্বে ১৩০ (একশত ত্রিশ) বার পাঠ করিলে এবং দোওয়া করিলে আল্লাহ পাক মেহেরবানী করিয়া যাবতীয় বালা-মুসিবত দূর করিবেন। আর হিংসুক ও দুশমনদের অপপ্রচার বন্ধ থাকিবে। কঠিন বিমারীকে ১০৩০ (এক হাজার ত্রিশ) বার পাঠ করিয়া পানিতে ফুঁক দিয়া সেবন করাইলে আরোগ্য লাভ করিবে ইনশাআল্লাহ তায়ালা।

হে প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! নিম্নলিখিত কতিপয় সর্তকবানী ও নসিহত পূর্ণ কথা গভীর মনযোগ সহকারে শ্রবণ করুন ও পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

(১) সর্বদা সত্য কথা বলিবে এবং মিথ্যা কথা বলা হইতে দূরে থাকিবে কখনো মিথ্যা কথা বলিও না। – **(কোরআন সুরায়ে হজ্জ।)**

(২) সেই ভীষন হাশরের ময়দানে মিথ্যাবাদীদের ভয়ানক শাস্তি হইবে। – **(সুরায়ে মুরাসালাত।)**

(৩) মিথ্যাবাদী মালাউন (অভিশপ্ত), আল্লাহ স্বয়ং মিথ্যাবাদীর উপর লানত বা অভিশম্পাত বর্ষণ করিয়া থাকেন। – **(সুরায়ে মুরসালাত।)**

(৪) আল্লাহপাক বলেন, "আমি মিথ্যাবাদীকে মালাউন বানাইয়াছি।" সুরায়ে মূরাসালাতে এই আয়াত ১০ জায়গায় আসিয়াছে।

সুতরাং মুমিন-মুসলমান ভ্রাতৃগর্ণ! সাবধান! কখনো মিথ্যা বলিও না, মিথ্যা মামলা- মোকদ্দমা করিও না। চুরি ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হইতে দূরে থাকিও। কেননা, মৃত্যুর সংকট কালে, কবরে- হাশরে এই সমস্ত অন্যায় ও অপকর্মের জন্যে ভয়ানক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি হইবে। মৃত্যুকে স্মরণ রাখিবে, মালাকুল মউত সর্বদা পিছনে লাগা আছে। খবরদার! কাহাকেও ঠকাইবে না কিংবা ঠকাইবার চেষ্টা ও করিবে না। কাহাকেও সাড়ে চারি আনা পরিমাণ ঠকাইলে ৪০ (চল্লিশ) বৎসরের বন্দেগীতেও পরিশোধ হইবে না।

অতঃপর সর্ব সাধারণের অবগতির জন্যে জানানো যাইতেছে যে, আমার রচিত 'তাফসীরে রেজভীয়া সুন্নীয়া' প্রথম খন্ড- 'সুরায়ে বাকারা', 'সুরায়ে ফাতেহা শরীফ' এবং 'সুরায়ে ফীল হইতে সুরায়ে নাস' পর্যন্ত তাফসীর গ্রন্থ; এতদ্ব্যতীত, উল্লেখযোগ্য তাফসীর তাউজু ও তাসমিয়া- অর্থাৎ 'আউজুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ শরীফের তাফসীর এবং তাফসীরে সুরায়ে কাওসার ও কালিমায়ে তৌহিদ ইত্যাদি অতিশয় মনযোগ সহকারে পাঠ করিবেন। এবং নিজ নিজ ঈমান- আকিদা বিশুদ্ধ করতঃ পরকালের সম্বল সংগ্রহ করিবেন। অর্থাৎ বর্তমানে ফেৎনা-ফাসাদের দূর্যোগময় মুহূর্তে বিভিন্ন বাতিল মত ও পথ হইতে নিজ নিজ দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজতকল্পে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতে অটল অনড় থাকিয়া ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির পথ অবলম্বন করিবেন।

আরজ- গোজার
(মাওলানা) আকবর আলী রেজভী
সুন্নী- আলক্বাদেরী
রেজভীয়া দরবার,
সতরশীর, নেত্রকোনা।